12329 - রমজান মাসে দিনের বেলা শারীরিক মিলন সংক্রান্ত ৬টি মাস্য়ালা

প্রশ্ন

এটি কারো অজানা নয় যে, যে ব্যক্তি রমজান মাসে দিনের বেলায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, তার কাফ্ফারা হল- একজন দাস মুক্ত করা অথবা (তা না পারলে) একটানা দুই মাস রোযা রাখা অথবা (তা না পারলে) ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো। প্রশ্ন হল-

১- যে ব্যক্তি রমজান মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিবসে নিজের স্ত্রীর সাথে একাধিকবার সহবাস করেছে, তাকে কি সহবাসকৃত প্রতিটি দিবসের পরিবর্তে দুই মাস করে রোযা পালন করতে হবে? নাকি যতদিন সহবাস করুক না কেন শুধু দুই মাস রোযা রাখা যথেষ্ট?

২- উপরে উল্লেখিত কাফ্ফারার হুকুম না জেনে কেউ যদি (রমজানের দিনের বেলায়) স্ত্রী-সহবাস করে (তার বিশ্বাস ছিল সে যেদিন সহবাস করবে শুধু সেই দিনের বদলে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে) তবে সে ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম কি?

৩- স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর উপরও কি একই হুকুম বর্তাবে?

৪- খাবার খাওয়ানোর বদলে কি অর্থ প্রদান করা জায়েয?

৫- স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে শুধু একজন মিসকীনকে খাওয়ালে চলবে কি?

৬- যদি খাওয়ানোর মত কাউকে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কোন দাতব্য সংস্থাকে খাদ্যের মূল্য প্রদান করা যাবে কি না। যেমন- রিয়াদের আল-বির্র দাতব্য সংস্থা বা এ ধরনের অন্য কোন দাতব্য সংস্থা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ব্যক্তির উপর রোযা পালন করাফরয:

এক:

তিনি যদি তার স্ত্রীর সাথে রমজানেরকোনেএকদিবসএকবার বা একাধিকবার সহবাস করনেতবে তার উপর একবার কাফ্ফারা আদায় করা আবশ্যক হবে; যদি তিনি প্রথমবার সহবাস করার পর কাফ্ফারা আদায় না করে থাকেন। আর যদি তিনি কয়েকদিন দিবাভাগে সহবাস করথোকনেতবে তাকে সম সংখ্যক দিনের কাফ্ফারাআদায় করতে হবে।

দুই:

তার উপর শারীরকি মলিনরে কাফ্ফারা আদায় করাফরয যদওি তনিি এই ব্যাপারে অজ্ঞ থকেে থাকনে।

তনি:

সহবাস করার ক্ষত্রেে স্ত্রী যদি স্বামীকে সম্মতি দয়েতাহলে স্ত্রীর উপরও কাফ্ফারা ফরয হবে। আর যদি স্বামী জোরপূর্বক স্ত্রীরসাথসেহবাসকরে তাহলে স্ত্রীর উপর কোন কছিু ফরয হবে না।

চার:

খাদ্য খাওয়ানোর বদলে সমমূল্য অর্থ প্রদান করা জায়যে নয়।খাওয়ানোর পরবির্তে অর্থ প্রদান করলে এতে অর্পতি দায়ত্বি পালন হবে না।

পাঁচ:

একজন মসিকীনকে তার পক্ষ থকেে অর্ধ স্বা‘ও তার স্ত্রীর পক্ষ থকেে অর্ধ স্বা‘খাওয়ানো জায়যে।এতে তাদরে দুইজনরে পক্ষ থকেে ৬০ জন মসিকীনরে একজনকে খাওয়ানো হয়ছেে বলে গণ্য হবে।

ছয়:

কাফ্ফারার সবগুলো খাদ্য শুধু একজন মসিকীনকে প্রদান করা জায়যে নয়।অনুরূপভাবে আল-বর্রি চ্যারটিি বা অন্য কোন দাতব্য সংস্থাকে প্রদান করাও জায়যে নয়। কারণ তারা হয়ত ৬০ জন মসিকীনরে মাঝে খাদ্য বতিরণ করবে না। মু’মনিরে উচতি শরয়িত কর্তৃক তার উপর আরোপতি কাফ্ফারাসহ সকল ওয়াজবি পালনে সচষ্টে হওয়া।

আল্লাহই তাওফকি্দাতা। আল্লাহ আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবিারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণরে উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।